যুগান্তর

তারিখ ... 27 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

আদালতে এক তরুণীর জবানবন্দি

শিক্ষিকা মর্জিনা দেহব্যবসার সঙ্গে জড়িত

যুগান্তর রিপোর্ট

একজন শিক্ষিকা শিশু পাচারকারী? একজন শিক্ষিকা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত? এ তো সহজে বিশ্বাস করা যায় না। মতিঝিল মডেল স্কুলের শিক্ষিকা মর্জিনা বেগমকে শিশু পাচারকারী সন্দেহে গ্রেফতারের

দেহব্যবসা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

দেহব্যবসা : জড়িত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর এ প্রশ্নগুলো পাঠকদের তোলপাড় করছে। মর্জিনা বেগম কি কোন ষড়যন্ত্রের শিকার? এ প্রশ্ন মনে রেখে মিডিয়াও পুলিশের সন্দেহ সহজে মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু গতকাল এক তরুণী স্বেচ্ছায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মর্জিনা সম্পর্কে যে জবানবন্দি দিল তা রীতিমতো বিস্ময়কর। ফাতেমা আক্তার নাম্নী এই তরুণী তার স্বামীকে নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট খন্দকার ফাতেমা বেগমের আদালতে হাজির হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তার কামরায় প্রায় চার ঘণ্টা ধরে ফাতেমার যে জবানবন্দি নেন তা অবিশ্বাস্য। সে জানায়, যুগান্তরে মর্জিনার শিশু অপহরণ সংক্রান্ত খবর পড়ে সে কিছু তথ্য দিতে আদালতে এসেছে। ফাতেমা আক্তার শিক্ষিকা মর্জিনার চরিত্র সম্পর্কে যে তথ্য দেয় তা নিম্নরূপ- (১) মর্জিনা বাসায় তরুণীদের দিয়ে দেহব্যবসা করাত। তিন বছর বয়সে মর্জিনা তাকে ধরে এনে লালন-পালন করে এবং বড় হলে তাকে দেহব্যবসায় বাধ্য করে। (২) অনেক তরুণ-তরুণীকে গোপন অভিসারের জন্য তার ঘর ব্যবহার করতে দেয়। নিজেও কূ-কাজে লিপ্ত হয়। (৩) মর্জিনার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সে পালিয়ে গাজীপুরে গিয়ে আবুল কালাম নামে এক যুবককে বিয়ে করে। স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে সে আবার মর্জিনার বাসায় ফিরে আসে। (৪) মর্জিনার বাসায় তেরেসা নামে যে শিশুটি রয়েছে সেটি তার। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, ডিএনএ টেস্টে যথার্থ প্রমাণিত হলে তেরেসাকে তার হাতেই তুলে দেয়া হবে।